যুগান্তর

তারিখ 29 JAN 2009
পৃষ্ঠা 8 কলাম ৫

গ্রেডিং পদ্ধতির সংস্কার প্রয়োজন

বর্তমানে প্রচলিত গ্রেডিং পদ্ধতি একটি আধুনিক ও যুগোপযোগী পরীক্ষা মূল্যায়ন পদ্ধতি। শিক্ষার সর্বনিম্ন স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তরের প্রায় সব ক্ষেত্রেই বর্তমানে এ পদ্ধতি প্রচলিত। যেহেতু এটি একটি আধুনিক পরীক্ষা মূল্যায়ন পদ্ধতি এবং আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের সঠিক মেধার প্রকাশে এ পদ্ধতির রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা, তাই এ পদ্ধতির যেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়েছে, শিক্ষা সংশ্লিষ্ট সবার সেদিকে নজর দেয়া উচিত। একে আরও যুগোপযোগী ও গ্রহণযোগ্য করে তোলা উচিত।

গত কয়েক বছরের বিশেষ করে এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, দেশব্যাপী এ+ধারী শিক্ষার্থীর হুড়াহুড়ি। এটি অবশ্যই আমাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি ইতিবাচক দিক। যারা এ+ধারী তারা অবশ্যই অতি মেধাবী। কিন্তু এ সংখ্যা যখন অত্যাধিক হয় তখন মেধাবী আর অতি মেধাবীর মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে না। ফলে শিক্ষা বিশেষজ্ঞদের একটু চিন্তা করা উচিত যে, বিপুল সংখ্যক এ+ধারীর মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক অতি মেধাবী বের করে আনার প্রয়োজনে এ++ (ডাবল প্লাস)-এর একটা গ্রেড রাখা যায় কিনা, যা বর্তমানের ৮০+ নম্বরের পরিবর্তে ৯০+ নম্বর হতে পারে। বর্তমানে প্রচলিত পদ্ধতিতে, যদিও গোল্ডেন এ+ এর একটি রেওয়াজ আছে কিন্তু গ্রেডিংয়ের স্তরে এটি স্বীকৃত নয়। দেখা যায়, একজন শিক্ষার্থী ৮০+ নম্বর পেয়েও এ+ পেতে পারে আবার ৯০+ নম্বর পেয়েও এ+ পেতে পারে। অর্থাৎ একজন শিক্ষার্থী ৮০ নম্বর পেতে পারে, আবার অন্য একজন ৯৮ বা ৯৯ নম্বর পেতে পারে। এই ১৮ কিংবা ১৯ নম্বরের পার্থক্য তার মেধা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য নির্দেশ করছে না। এতে মেধার সঠিক যাচাই হচ্ছে না। আর প্রচলিত পদ্ধতি যদি চালু রাখতেই হয় তবে শিক্ষার্থীদের ট্রান্সক্রিপ্ট পত্রে অন্তত পক্ষে গড় পয়েন্ট অর্থাৎ ৮০ বা ৯০ ভাগ নাকি তারও কম-বেশি— সে বিষয়টির উল্লেখ থাকা উচিত।

চতুর্থ বিষয় এ- পাওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। চতুর্থ বিষয়ের কল্যাণে সাধারণ মেধাবী শিক্ষার্থীরাও এ+ পেয়ে যাচ্ছে অনায়াসে। একজন শিক্ষার্থী কোন এক বিষয়ে বা নির্দিষ্ট করে বললে ইংরেজি বিষয়ে সি গ্রেড অর্থাৎ ৪০ নম্বর পেয়েও এ+ পেতে পারে চতুর্থ বিষয়ের কারণে। প্রচলিত গ্রেডিং পদ্ধতির একটি দিকের কথা না বললেই নয়। সেটি হল, ৬০-৬৯ নম্বরধারীদের গ্রেড হল এ- (মাইনাস) ও এক্ষেত্রে এ-এর পরিবর্তে বি+ (প্লাস) হওয়া কি যুক্তিসঙ্গত নয়? সব ক্ষেত্রে বিজ্ঞ মহলের ধারণা কাজে লাগিয়ে ব্যাপক আলোচনার মাধ্যমে যদি এই আধুনিক পদ্ধতিকে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে পরিণত করা যায়, তবে আমাদের শিক্ষা ক্ষেত্রে এর সুফল পড়বে। সঠিক পর্যালোচনার মাধ্যমে যুগোপযোগী গ্রেডিং পদ্ধতির সঠিক ব্যবহারের ফলে শিক্ষার প্রতিটি মূল্যায়ন ক্ষেত্রে সফলতা আসবে।

দেওয়ান মোঃ সামছুর রহমান
সিনিয়র শিক্ষক, নারায়ণগঞ্জ